২০৯৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 29 SEP 1992..
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম ..৩ ...

১৪

15

শিক্ষাঙ্গনে

ক্যাডেট কলেজের কিছু নিয়ম-কানুন প্রসঙ্গে

সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা, বাছাই করা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি, অনুকূল পরিবেশ, যত্ন সহকারে উন্নত পাঠদান, ঘন ঘন পরীক্ষা গ্রহণ, যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর উপস্থিতি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের দশটি ক্যাডেট কলেজ দেশে বিদ্যমান অন্যান্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। ক্যাডেট কলেজের বিভিন্ন বাহ্যিক চাকচিক্য সকলকে আকৃষ্ট করলেও কিছু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত দিক সকলকে বিস্মিত না করে পারে না। নিম্নে তেমনি কিছু নিয়ম-কানুন তুলে ধরছি এবং ক্যাডেট কলেজ ও ক্যাডেটদের স্বার্থেই এসব নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করছি—

(১) ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের জন্য শুধুমাত্র মাগরিব ও জুম্মার নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশের ক্যাডেট কলেজসমূহে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মুসলমান ক্যাডেটদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হোক।

(২) মুসলমান ছাত্রদের জন্য পিটি করা নামাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বর্তমানে চালু নিয়ম-কানুনের কারণে যেসব ক্যাডেট ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করতে ইচ্ছুক, তারাও তা থেকে বঞ্চিত হয়। ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করার পর পিটি করার ব্যবস্থা রাখা হোক।

(৩) বর্তমানে চালু নিয়ম-কানুন অনুযায়ী মসজিদে যাওয়া-আসার সময় ক্যাডেটদের মাথায় টুপি থাকতে পারবে না। হয় হাতে না হয় পকেটে রাখতে হবে। এ ধরনের ধিকৃত নিয়ম-কানুন বাতিল করা হোক।

(৪) ক্যাডেটদের ডাইনিং হলে গলায় টাই ঝুলিয়ে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার খাওয়া সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

এটা কোন ধরনের অপসংস্কৃতি, তা আমাদের বোধগম্য নয়। এ ধরনের উদ্ভট নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করা হোক।

(৫) সিনিয়র ক্যাডেটরা জুনিয়রদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত "বিগ ব্রাদার"-সুলভ আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। সিনিয়রদের ভয়ে জুনিয়ররা সর্বদাই ভীত থাকে। যে কোন অজুহাতে সিনিয়ররা জুনিয়রদের উপর তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষোভ মেটায়। এমনকি মসজিদে যাওয়া-আসা করার সময়ও সিনিয়র/লিডারদের জুনিয়রদের শাস্তি প্রদান করতে দেখা যায়। জুনিয়রদের উপর সিনিয়রদের "বিগ ব্রাদার"-সুলভ আচরণ কমিয়ে আনা হোক।

(৬) প্রায়ই ক্যাডেটদের এটা ওটা চুরি হয়ে যায়। কোন জিনিস দৃষ্টির অগোচরে রেখে গেলেই আর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এখানেতো আর বাইরে থেকে অন্য কেউ চুরি করতে আসে না। বাহ্যিকভাবে ফিটফাট করার চেয়ে ক্যাডেটদের নৈতিকতা শিক্ষার উপর বেশি জোর দেয়া হোক।

—মাঈনুল ইসলাম নাছিম।